# ইউনিট-১

# প্রভু যীশু খ্রিষ্টের জন্ম ও বাল্যকাল

## ভূমিকা

*পৃথিবীর সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তিনি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কিন্তু অবাধ্যতার পাপ করে সৃষ্টিকর্তার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে এবং স্বর্গলাভের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। তথাপি ঈশ্বর পরম দয়ালু পিতা বলে তিনি মানুষকে পাপের অবস্থায় ফেলে রাখেননি। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানুষের পরিত্রাণের জন্যে এ জগতে প্রেরণ করেছেন।নিম্নের পাঠগুলোতে আপনি দেখতে পাবেন ঈশ্বর ভাববাদীদের মুখ দিয়ে ত্রাণকর্তার আগমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; মানুষকে তাঁর কাছে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। মহাদূত গাব্রিয়েল যীশুর জন্মের সংবাদ নিয়ে কুমারী মারীয়ার কাছে এসেছিলেন; বেথলেহেমে যীশুর জন্ম হয় এবং বারো বৎসর বয়সে যীশু জেরুজালেমের মন্দিরে যান। এভাবে যীশুর জন্ম ও বল্যকাল বর্ণনা করা হয়েছে। পিতামাতার আদর-যত্নে লালিত-পালিত হয়ে যীশু বয়সে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে জ্ঞানে এবং ঈশ্বর ও মানুষের ভালবাসায় বেড়ে উঠেছিলেন। প্রতিটি মানব-সন্তানের জীবনেও সার্বিক বিকাশের জন্য এরূপ আদর-যত্নের প্রয়োজন হয়।*

## পাঠ–১ : যীশুর জন্ম সম্বন্ধে ভাববাণী

(যিশাইয়া ৯:৬-৭; ১১:১-৯)

### উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি

- মুক্তিদাতার জন্ম সম্বন্ধে যিশাইয়ার ভাববাণী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মুক্তিদাতা কী ধরনের রাজা হবেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুক্তিদাতার রাজত্ব কতদিন স্থায়ী হবে তা বলতে পারবেন।

### বিষয়বস্তু

**১.১.১**

কারণ একটি শিশু আমাদের জন্যে আজ জন্ম নিয়েছেন,
একটি পুত্রকে আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
তাঁর স্কন্ধের ওপর ন্যস্ত রয়েছে সবকিছুর আধিপত্যভার।
তাঁর নাম: 'অনন্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিমান ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তি-রাজ!'
আহা, এবার শুরু হবে দাউদের সেই সিংহাসনের,
সেই রাজত্বের সুদূর-বিস্তৃত আধিপত্যের যুগ, অন্তবিহীন শান্তির যুগ!
আর তেমন রাজত্ব সেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করবেন
এবং সুদৃঢ় করে তুলবেন ন্যায় ও ধর্মিষ্ঠতার ভিত্তিতে –
আজ থেকে চিরকালের মতো।
বিশ্বপ্রভু ভগবানের ঐকান্তিক ভালোবাসাতেই ঘটবে সবকিছু।

**১.১.২**

সেদিন জেসে বংশের সেই মূল কান্ড থেকে বেরিয়ে আসবে একটি নতুন পল্লব;
তার শিকড় থেকে জন্ম নেবে এক নবাঙ্কুর।
সেই নবাঙ্কুর যিনি, তাঁর ওপর অধিষ্ঠিত থাকবে ভগবানের আত্মিক প্রেরণা –
প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির আত্মিক প্রেরণা, সদ্বিবেচনা ও শক্তির আত্মিক প্রেরণা,
জ্ঞান ও ভগবৎ-সম্ভ্রমের আত্মিক প্রেরণা।

**১.১.৩**

আর এই ভগবৎ-সম্ভ্রম তাঁকে অনুপ্রাণিত করবে।
তিনি বাইরের চেহারা দেখেই বিচার করবেন না,
পরের কথায় কান দিয়ে রায়-ও দেবেন না;
বরং তিনি দুঃখী-দরিদ্রের বিচার করবেন ধর্মের নীতিতে;
দেশের দীনজনের সপক্ষে রায় দেবেন ন্যায়েরই বিধানে।
তাঁর কথার কশাঘাতে তিনি নিষ্ঠুর মানুষকে প্রহার করবেন,
দুর্জনকে তিনি হনন করবেন তাঁর মুখের ফুৎকারে।
ধর্মময়তা হবে তাঁর কটিবাস, বিশ্বস্ততা হবে তাঁর কোমরবন্ধনী।

**১.১.৪**

তখন নেকড়ে বাঘ মেষশাবকের সঙ্গে বাস করবে,
চিতাবাঘ শুয়ে থাকবে ছাগলছানার পাশে।
বাছুর আর সিংহের বাচ্চা একসঙ্গেই চরে বেড়াবে,
একটি ছোট ছেলে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।
গরু আর ভাল্লুক তখন মিলেমিশেই থাকবে,
তাদের বাচ্চারাও একসঙ্গেই শুয়ে থাকবে।
সিংহ বিচুলি খাবে বলদেরই মতো।
দুধের শিশু তখন কেউটে সাপের গর্তের ওপর খেলা করবে,
বাচ্চা ছেলেও চন্দ্রবোড়ার আস্তানার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেবে।
তখন আমার পবিত্র পর্বতের কোথাও কেউ কোন কিছুর
ক্ষতি বা ধ্বংস করবে না;
কারণ জলরাশি যেমন সমুদ্রগর্ভ সম্পূর্ণ ঢেকে থাকে,
সমস্ত দেশও তেমনি ভগবদ্‌জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকবে।

**সার-সংক্ষেপ**

ঈশ্বর প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে মুক্তিদাতার অর্থাৎ যীশুর আগমনের জন্য তাঁর জনগণকে প্রস্তুত করেছিলেন। প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা মানবশিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর উপর ন্যস্ত হবে বিশ্বসৃষ্টির আধিপত্যভার। তাঁর রাজত্ব হবে চিরকালের রাজত্ব। তাঁর নাম হবে: ‘অনন্য মন্ত্রণাদাতা, শক্তিমান ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তি-রাজ।’ তাঁর রাজত্বের ভিত্তি হবে ন্যায় বিচার ও ধর্মিষ্ঠতা। তিনি মানুষের মাঝে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। প্রভুর আত্মিক শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে তিনি দুর্বল অসহায়দের পক্ষ নিবেন। তাঁর প্রেমশাসনের ফলে মানুষের মধ্য হতে ভেদাভেদ, বৈষম্য, শোষণ-নির্যাতন, হিংস্রতা, শত্রুতা, ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে এবং সবাই একই বিশ্বপিতার সন্তানরূপে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করবে।

**মনে রাখুন**

তার প্রেমশাসনের ফলে মানুষের মধ্য হতে ভেদাভেদ, বৈষম্য, শোষণ-নির্যাতন, হিংস্রতা, শত্রুতা, ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে এবং সবাই একই বিশ্বপিতার সন্তানরূপে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করবে।

**শব্দার্থ ও শব্দটীকা**

**আধিপত্যভার:** কর্তা ও প্রভুর মতো শাসনের পরিচালনার ভার ও দায়িত্ব।

**বিক্রমশালী:** মহা শক্তিমান, মহাবীরের মতো সাহস ও শক্তি আছে যার।

**দায়ূদ:** এই নামটির অর্থ প্রিয়পাত্র ও সেনাপতি। দাউদ ছিলেন আব্রাহামের বংশধর এবং ইস্রায়েলের মহান ও সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসক। খ্রিষ্টপূর্ব ১০৪০ অব্দে বেথলেহেমের (বৈথলেহেমের) জেসের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হিসাবে তাঁর জন্ম। প্রথমে তিনি তাঁর পিতার মেষদের পালকরূপে কাজ করেন এবং পরবর্তীকালে সমূয়েল কর্তৃক রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হন। তিনি পলেষ্টিয় বীর গলিয়াথকে বধ করেছিলেন। তিনি একজন নবীও ছিলেন। তাছাড়া তিনি কবি ও গায়ক ছিলেন। গীতসংহিতার (সাম-সঙ্গীত) বেশিরভাগ গান ও কবিতা তাঁরই রচনা। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৯৬০ অব্দে মারা যান।

**মন্ত্রণাদাতা:** পরামর্শদাতা। ইহা প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতার একটি উপাধি।

**জেসে:** রাজা দায়ূদের পিতা। তিনি ছিলেন বৈথলেহেমের অধিবাসী। তাঁর ছিল সাত ছেলে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.১**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। মুক্তিদাতার আগমন সম্বন্ধে কে ভাববাণী করেছিলেন?
ক) মোশী খ) দানিয়েল
গ) যিশাইয় ঘ) যিরমিয়

২। প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা কী ধরনের রাজা হবেন?
ক) শক্তিশালী রাজা খ) শান্তির রাজা
গ) অত্যাচারী রাজা ঘ) স্বৈরাচারী রাজা

৩। মুক্তিদাতা কত দিন রাজত্ব করবেন?
ক) ৩৩ বৎসর খ) এক যুগ
গ) অল্প কয়েক বছর ঘ) অনন্তকাল

৪। প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা কিভাবে দুঃখী-দরিদ্রদের বিচার করবেন?
ক) তাদের দৈন্যদশা দেখে খ) সমাজে তাদের অবস্থান দেখে
গ) ধর্মের নীতিতে ঘ) দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী

৫। মুক্তিদাতা কিভাবে দীনজনের সপক্ষে রায় দিবেন?
ক) অপরের সাক্ষ্য শুনে খ) ন্যায়ের বিধানে
গ) মোশীর আইন অনুসারে ঘ) ধর্মগুরুদের পরামর্শ অনুযায়ী

## পাঠ-২ : যীশু খ্রিষ্টর আগমন সংবাদ

(লুক ২:২৬-৩৮)

**উদ্দেশ্য**

এই পাঠের শেষে আপনি

- যীশু খ্রিষ্টের আগমন সংবাদ কে কাকে দিয়েছিলেন, তা বলতে পারবেন।
- সেই আগমনী মঙ্গলবার্তা কী ছিল, তা-ও বলতে পারবেন।
- দূতের সংবাদ পাওয়ার পর মারীয়ার (মরিয়মের) মনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

**১.২.১**

এলিজাবেথের (ইলীশাবেতের) গর্ভধারণের ষষ্ঠ মাসে পরমেশ্বর স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে গালিলেয়া (গালীল) প্রদেশের নাজারেথ (নাসারত) শহরে পাঠিয়ে দিলেন একটি কুমারীর কাছে। সেই কুমারী, যোসেফ নামে পরিচিত দাউদ-বংশীয় একজনের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন। কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া (মরিয়ম)।

**১.২.২**

স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসে বললেনঃ প্রণাম তোমায়! পরম আশিস্‌ধন্যা তুমি। প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন। এই কথায় মারীয়া গভীরভাবে বিচলিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, এই অভিবাদনের অর্থ কী? স্বর্গদূত তখন তাঁকে বললেন, ভয় পেয়ো না মারীয়া। তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। শোন, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখবে যীশু। তিনি মহান হয়ে উঠবেন, পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন। যাকোব বংশের উপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন; অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব।

**১.২.৩**

মারীয়া তখন দূতকে বললেন: তা কী করে হবে? আমি যে কুমারী! উত্তরে দূতটি বললেন: পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন, পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবে তুমি। তাই এই যাঁর জন্ম হবে, সেই পবিত্র জন ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথ, সেও তাঁর বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে। লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তারই এখন ছ'মাস চলছে; কারণ পরমেশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই। মারীয়া তখন বললেন: আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক! স্বর্গদূত তখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

**সার-সংক্ষেপ**

মারীয়ার আত্মীয়া এলিজাবেথ যখন ছ'মাসের গর্ভবতী তখন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল নাসারত গ্রামে কুমারী মারীয়ার কাছে গিয়ে সংবাদ দিলেন যে, তিনি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম দিবেন এবং তাঁর নাম হবে যীশু। তাতে মারীয়া চিন্তিত ও বিস্মিত হলেন, কারণ তিনি তো কোন পুরুষের সংস্পর্শে যাননি। দূত তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, তাঁর গর্ভে যাঁর জন্ম হবে তিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই। এলিজাবেথ বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা ছিলেন, ঈশ্বরের শক্তিতে তিনিও এখন গর্ভবতী। তখন মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়ে বললেন: দেখুন, আমি প্রভুর দাসী। আপনার কথামতোই আমার প্রতি ঘটুক।

মনে রাখুন

পবিত্র আত্মার শক্তিতেই কুমারী মারীয়ার গর্ভে ঈশ্বরপুত্র যীশু দেহধারণ করেন।

**শব্দার্থ ও শব্দটীকা**

**পরাৎপর:** সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

**আচ্ছাদিত:** আশ্রিত, আবৃত।

**অধিষ্ঠান:** উপরে অবস্থান করা।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.২**

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। মারীয়ার কাছে যীশুর আগমন সংবাদ কে দিয়েছিলেন?
ক) মহাদূত রাফায়েল খ) মহাদূত গাব্রিয়েল গ) মহাদূত মিখায়েল ঘ) প্রেরিতদূত পল

২। মারীয়ার কাছে দূত কী মঙ্গলবাণী দিয়েছিলেন?
ক) আপনি ভবিষ্যতে অনেক বড় হবেন খ) আপনি মানুষের মধ্যে ধন্যা হবেন
গ) আপনি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবেন ঘ) আপনি কখনও মরবেন না

৩। দূতের কথা শুনে মারীয়ার মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?
ক) তিনি অবাক ও ভীত হলেন খ) তিনি আনন্দিত হলেন
গ) তিনি খুব রাগ করলেন ঘ) তিনি দূতকে চলে যেতে বললেন

৪। অবশেষে মারীয়া দূতকে কী উত্তর দিলেন?
ক) আপনার কথায় রাজি হওয়া অসম্ভব খ) আপনি অন্য কারো কাছে যান
গ) আমি এতে রাজি হতে ভয় পাই ঘ) আমি প্রভুর দাসী, আপনার কথামতো হোক

## পাঠ–৩ : যীশু খ্রিষ্টের জন্ম ও বাল্যকাল

(লুক ২:১-৪০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠের শেষে আপনি

- যীশুর জন্ম কোথায় কিভাবে হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশুর জন্মের পর স্বর্গদূত ও রাখালেরা কী করেছিল তা বলতে পারবেন।
- জেরুজালেমের মহামন্দিরে যীশুকে উৎসর্গ করতে গেলে শিমেয়োন ও আন্না যা বলেছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

একদিন রোম-সম্রাট অগাস্টাসের (আগস্ত কৈসর) এই হুকুম জারি হলো যে, সমস্ত সাম্রাজ্যের লোক গণনা করা হবে। এই প্রথম যখন লোক গণনা করা হয়েছিল, তখন সিরিয়ার প্রদেশপাল ছিলেন কুইরিনিয়াস। সকলে নাম লেখাবার জন্যে যে যার শহরে রওনা হলো। যোসেফ ছিলেন দাউদের বংশ ও গোত্রেরই মানুষ। তাই তিনি গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে গেলেন যুদেয়ার সেই দাউদ নগরীতে, যার নাম বেথলেহেম।

**১.৩.১**

নাম লেখাবার জন্যে তিনি নব-বধূ মারীয়াকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মারীয়া তখন সন্তান-সম্ভবা। বেথলেহেমে থাকতেই তাঁর প্রসবের সময় উপস্থিত হলো। তিনি প্রসব করলেন একটি পুত্রকে – তাঁর প্রথমজাত সন্তানটিকে। শিশুটিকে তিনি কাপড়ে জড়িয়ে একটি যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁদের থাকার জায়গা জোটেনি।

### ১.৩.২ একদল রাখালের কাছে ঘোষিত যীশুর জন্ম-সংবাদ

সেই অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা মাঠে থেকে সারা রাত জেগে তাদের পালের পশুগুলিকে পাহারা দিত। সেদিন হঠাৎ প্রভুর এক দূত তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন; প্রভুর মহিমা তখন তাদের ঘিরে উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়াতে লাগলো। এক আশ্চর্য ভীতিতে ভরে উঠলো তাদের অন্তর। কিন্তু স্বর্গদূত তাদের বললেন; ভয় পেয়ো না। আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদ নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন, তিনি সেই খ্রিষ্ট, স্বয়ং প্রভু। এই চিহ্নে তোমরা তাকে চিনতে পারবে: দেখতে পাবে কাপড়ে জড়ানো যাবপাত্রে শোয়ানো এক শিশুকে। তখন হঠাৎ সেই দূতের পাশে দেখা দিল স্বর্গের এক বিরাট দূতবাহিনী। তাঁরা পরমেশ্বরের বন্দনা করে বলে উঠলেন, 'জয়, উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে।'

দেবদূতেরা রাখালদের কাছ থেকে স্বর্গে ফিরে যাবার পর রাখালেরা পরস্পর বলতে লাগল: 'চল, এখন আমরা বেথলেহেমে যাই; সেখানে যা ঘটেছে বলে প্রভু আমাদের জানিয়েছেন তা একবার দেখে আসি। তারা সেখানে ছুটে গেল। মারীয়া, যোসেফ আর যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে তারা খুঁজে বের করল। তারা যখন শিশুটিকে দেখল, তখন এই শিশুর সম্বন্ধে তাদের যা বলা হয়েছে, তারা তা জানিয়ে দিল। এই রাখালদের কথা যারা শুনল, তারা সকলে অবাক হয়ে গেল। এদিকে মারীয়া এই সমস্ত কথা অন্তরে গেঁথে রেখে তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। রাখালেরা যা কিছু শুনলো ও দেখলো, তার জন্যে পরমেশ্বরের বন্দনা করতে করতে, তাঁর জয়গান গাইতে গাইতে তখন ফিরে গেল। তাদের যেমনটি বলা হয়েছিল, সব কিছু ঠিক সেই ভাবেই ঘটেছিল।

#### শিশু যীশুর পরিচ্ছেদন ও নামকরণ

আট দিন পরে, শিশুটির যখন পরিচ্ছেদনের সময় এলো, তখন তাঁর নাম রাখা হলো যীশু। স্বর্গদূত এই নামটিই দিয়েছিলেন শিশুর গর্ভাগমনের আগে।

### ১.৩.৩ জেরুজালেমের মহামন্দিরে শিশু যীশুকে নিবেদন

মোশীর বিধান অনুসারে তাঁদের পালনীয় শুদ্ধিক্রিয়ার দিনটি এলে যোসেফ ও মারীয়া শিশুটিকে জেরুজালেমে নিয়ে গেলেন তাঁকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করবেন ব'লে, কারণ প্রভুর বিধানে এই কথা লেখা আছে, 'প্রথমজাত প্রত্যেক পুরুষ-সন্তানকে প্রভুর কাছে নিবেদন করা হবে।' জেরুজালেমে যাবার আর একটি উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রভুর বিধানের নির্দেশ মতো তাঁরা বলিদান উৎসর্গ করবেন এক জোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টি পায়রার ছানা।

#### সিমেয়োনের প্রাবক্তিক উক্তি

জেরুজালেমে তখন সিমেয়োন নামে একজন ছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিপ্রাণ এক মানুষ। কবে ইস্রায়েল জাতির দুঃখ মোচন করা হবে তারই প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি। পবিত্র আত্মা তাঁর ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে অলৌকিকভাবে এই কথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর প্রতিশ্রুত খ্রিষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না। পবিত্র আত্মার প্রেরণায় তিনি তখন মন্দিরে এলেন।যীশুর পিতামাতা শিশুটিকে নিয়ে যখন বিধান-নির্দিষ্ট ধর্ম-ক্রিয়া সম্পাদন করতে এলেন তখন সিমেয়োন যীশুকে কোলে তুলে নিলেন এবং পরমেশ্বরের প্রশস্তি ক'রে বলতে লাগলেন:

হে প্রভু, তোমার কথামতো তোমার এই দাসকে এবার শান্তিতে যেতে দাও।
কেননা সকল জাতির সামনে তুমি যে ত্রাণশক্তি তুলে ধরেছ,
আমি এই তো নিজের চোখে তা দেখেছি।
এ তো বিজাতীয়দের অন্তর উদ্ভাসিত করার এক আলো।
এ তো তোমার আপন জাতি ইস্রায়েলের মহা গৌরব।

শিশুটির সম্বন্ধে এই সব কথা শুনে তাঁর পিতামাতা অবাক হলেন। সিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন। তাঁর পর শিশুটির জননী মারীয়াকে তিনি বললেন: 'এই যে শিশু, এ একদিন হবে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকেরই পতনের কারণ, আবার অনেকের উত্থানের কারণ। এ হয়ে উঠবে অস্বীকৃত এক ঐশ নিদর্শন, যার ফলে অনেকেরই গোপন চিন্তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। আর তোমার নিজের প্রাণও একদিন যেন এক খড়ুগের আঘাতে বিদীর্ণ হবে।'

#### আন্নার কণ্ঠে ঈশ্বরের স্তুতিগান

মন্দিরে আন্না নামে এক নারী প্রবক্তাও ছিলেন। তিনি আসের গোষ্ঠির ফানুয়েলের কন্যা। অতি বৃদ্ধা ছিলেন তিনি। বিয়ের পর সাত বছর স্বামীর ঘর করে তিনি বিধবা হয়েছিলেন। এখন তার বয়স হয়েছে চুরাশি বছর। তিনি কখনো মন্দিরের বাইরে যান না; দিনরাত পরমেশ্বরের সেবা করেন উপবাসে আর প্রার্থনায়। তিনি ঠিক এই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে পরমেশ্বরের স্তুতিতে মুখর হয়ে উঠলেন এবং যারা জেরুজালেমের মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের সকলকেই তিনি শিশুটির কথা বলতে লাগলেন।

## ১.৩.৪ নাজারেথে যীশুর শৈশব কাল যাপন

প্রভুর বিধানে নির্দিষ্ট সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সমাধা করে যোসেফ ও মারীয়া ফিরে গেলেন গালিলেয়ায়, তাঁদের আপন শহর নাজারেথে। আর শিশুটি বড় হতে লাগলো; তাঁর দেহে এলো শক্তি, অন্তরে এলো জ্ঞানের পূর্ণতা। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপর নিত্য অধিষ্ঠিত ছিল।

**সার-সংক্ষেপ**

রোম সম্রাটের আদেশ অনুসারে সাম্রাজ্যের লোক গণনা করা হবে নিজ নিজ শহরে। যোসেফ তাঁর নববধূ মারীয়াকে সঙ্গে নিয়ে নাজারেথ থেকে বেথলেহেমে গেলেন। মারীয়া তখন সন্তান-সম্ভবা। সেখানেই তাঁর প্রসবের সময় উপস্থিত হলো, তিনি এক পুত্র-সন্তানের জন্ম দিলেন এবং তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ পান্থশালায় তাঁদের থাকার জায়গা জোটেনি। ঐদিকে স্বর্গদূতেরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলো। মাঠে রাখালেরা পালের পশুদের পাহারা দিচ্ছিল। স্বর্গদূতদের জয়ধ্বনি শুনতে পেয়ে তারা অবাক ও ভীত হলো এবং ছুটে চললো সেই নবজাত শিশুকে দেখার জন্যে। মারীয়া, যোসেফ ও নবজাত শিশুকে তারা খুঁজে বের করলো। তারপর ঈশ্বরের বন্দনা করতে করতে ফিরে এলো। মোশীর বিধান অনুসারে শুচিকরণের সময় হলে যোসেফ ও মারীয়া শিশুটিকে জেরুজালেমের মন্দিরে উৎসর্গ করতে নিয়ে গেলেন। সেখানে বৃদ্ধ সিমেয়োন যীশুকে কোলে তুলে নিলেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন: এখন তিনি শান্তিতে বিদায় নিতে পারেন কারণ প্রতিশ্রুত সেই মুক্তিদাতার দর্শন তিনি পেয়েছেন। আন্না নামে এক নারী প্রবক্তাও সেখানে ছিলেন। তিনিও ঈশ্বরের স্তুতিগান করতে লাগলেন। প্রভুর বিধান অনুসারে সব কাজ সম্পন্ন ক'রে যোসেফ ও মারীয়া গালিলেয়ায় ফিরে গেলেন। আর শিশুটি জ্ঞানে, বয়সে এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও মানুষের ভালবাসায় বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।

**মনে রাখুন**

যীশু বেথলেহেমে এক গোশালায় জন্ম গ্রহণ করেন। মারীয়া তাঁকে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখেন। রাখালেরা তাঁকে দেখতে যায়। আট দিন পর যীশুকে মন্দিরে উৎসর্গ করতে নেয়া হয়। সেখানে সিমেয়োন ও আন্না তাঁর স্তুতিবাদ করেন।

### শব্দার্থ ও শব্দটীকা

**পান্থশালা:** সরাইখানা, হোটেল।

**পরিচ্ছেদন:** ত্বকচ্ছেদন।

**শুদ্ধিকরণ:** শুচিকরণ, পরিষ্কার করা।

**প্রবক্তা:** যিনি বর্তমান যুগলক্ষণ পাঠ করে আগামী দিনের পূর্বাভাস পারেন।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৩

### সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যোসেফ ও মারীয়া কেন বেথলেহেমে গিয়েছিলেন?

ক) নতুন জায়গা দেখার জন্যে　　খ) পর্ব পালন করার জন্যে

গ) তাঁদের নাম লিখাবার জন্যে　　ঘ) তীর্থ করার জন্যে

২। যীশুর জন্ম কোথায় হয়েছিল?

ক) রাজ-প্রাসাদে　　খ) বেথলেহেমের এক গোশালায়

গ) জেরুজালেম শহরে　　ঘ) নাসারত নামক শহরে

৩। স্বর্গদূতেরা কাদের নিকট যীশুর জন্মের সংবাদ দিলেন?

ক) বেথলেহেম নগরবাসীদের কাছে　　খ) হেরোদ রাজার কাছে

গ) তিন পন্ডিতের কাছে　　ঘ) মাঠে রাখালদের কাছে

৪। যোসেফ ও মারীয়া শিশুটিকে মন্দিরে উৎসর্গ করতে নিয়ে গিয়ে কাদের দেখা পেলেন?

ক) প্রবক্তা সিমেয়োন ও আন্না　　খ) সাধু পিতর ও পল

গ) রাজা হেরোদ ও পিলাত　　ঘ) রাজা দাউদ ও সলোমন

# পাঠ–৪ : বালক যীশুর জেরুজালেম যাত্রা

(লুক ২:৪১-৫২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বারো বৎসর বয়সে যীশু কেন জেরুজালেমে গিয়েছিলেন, তা বলতে পারবেন।
- ওখানে গিয়ে যীশু কী করেন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশুকে খুঁজে না পেয়ে তাঁর মা-বাবার অবস্থা কেমন হয়েছিল, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**বিষয়বস্তু**

## ১.৪.১ আপন পিতৃ-গৃহ মহামন্দিরে যীশু

প্রতি বছর যীশুর পিতামাতা জেরুজালেমে যেতেন নিস্তার-পর্বে যোগ দিতে। যীশুর বয়স যখন বারো বছর হলো, প্রতিবারের মতো এবারেও তাঁরা পর্বীয় প্রথা অনুসারে সেখানে গেলেন। উৎসব কালের শেষে তাঁরা বাড়ীর দিকে রওনা হলেন, তখন বালক যীশু জেরুজালেমেই রয়ে গেলেন, কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতে পারলেন না। যীশু সহযাত্রীদের সঙ্গেই আছেন মনে করে তাঁরা পুরো একদিনের পথ এগিয়ে গেলেন। তারপর আত্মীয়স্বজন ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। তাঁকে কোথাও না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন।

তিন দিন পরে তাঁরা মন্দিরেই তাঁকে খুঁজে পেলেন।

## ১.৪.২

শাস্ত্র-গুরুদের মধ্যে বসে তিনি তাঁদের কথা শুনছিলেন এবং তাঁদের নানা প্রশ্নও করছিলেন। তাঁর কথা শুনে সকলেই তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ও তাঁর সুন্দর উত্তরগুলিতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল।

## ১.৪.৩

যীশুকে ওখানে দেখতে পেয়ে তাঁর পিতামাতা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মা তাকে ব'লে উঠলেন: খোকা, আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার? ভেবে দেখ তো, তোমার বাবা আর আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমাকে খুঁজছিলাম! তিনি তাঁদের বললেন: কেন খুঁজছিলে আমাকে? তোমরা কি জানতে না যে, আমি নিশ্চয়ই আমার পিতার গৃহেই থাকব? তাঁরা কিন্তু তাঁর এই কথার অর্থ বুঝতেই পারলেন না।

### নাজারেথে যীশুর দেহ-মনের বিকাশ

তারপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাজারেথে ফিরে গেলেন; সেখানে তিনি সব সময় তাঁদের বাধ্য হয়েই থাকতেন। তাঁর মা এ সমস্ত কথা নিজের অন্তরে গেঁথে রাখতেন। এদিকে জ্ঞানে ও বয়সে যীশু বেড়ে উঠতে লাগলেন। আরও পেতে লাগলেন পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের ভালোবাসা।

**সার-সংক্ষেপ**

যীশু বারো বছর বয়সে তাঁর পিতামাতার সঙ্গে নিস্তারপর্বে যোগ দেবার জন্যে জেরুজালেমে যান। উৎসব শেষে তাঁরা বাড়ীর দিকে রওনা হলেন। কিন্তু যীশু মন্দিরেই রয়ে গেলেন; তার পিতামাতা তা জানতেন না। এক দিনের পথ হেঁটে যাওয়ার পর তাঁরা জানতে পারলেন, যীশু তাঁদের সঙ্গে নেই। তাঁরা চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে যীশুকে খুঁজতে খুঁজতে আবার জেরুজালেমে মন্দিরে ফিরে গিয়ে দেখতে পেলেন যীশু শাস্ত্রগুরুদের সঙ্গে বসে তাঁদের কথা শুনছেন ও প্রশ্ন করছেন। মা মারীয়া যীশুকে বললেন, এ তোমার কেমন ব্যবহার! আমরা দু'জনে কত উদ্বিগ্ন হয়ে তোমাকে খুঁজছি। যীশু উত্তরে বললেন, তাদের জানা উচিত ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার ঘরেই থাকবেন! এ সব কথার অর্থ কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারেন নি। পরে যীশু তাঁদের সঙ্গে নাসারতে ফিরে গেলেন এবং তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন।

**মনে রাখুন**

যীশু বারো বছর বয়সে জেরুজালেমের মন্দিরে শাস্ত্রগুরুদের সঙ্গে আলোচনার সময় তাঁর প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে তাদের অবাক করে দেন। তিনি মা-বাবার সঙ্গে সহজ-সরল জীবন যাপন করেন এবং তাঁদের বাধ্য হয়ে চলেন।

**শব্দার্থ ও শব্দটীকা**

**নিস্তার-পর্ব :** ইহুদীদের তিনটি বার্ষিক মহা-পর্বের প্রথমটিকে নিস্তার-পর্ব বলা হয়। এটিকে খামিশূন্য বা তাড়ীশূন্য রুটির পর্বও বলা হয়। মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে প্রাচীন ইহুদী জাতির নিস্তার বা মুক্তির স্মরণে এই পর্ব পালিত হয়।

**পিতার গৃহ :** ঈশ্বরকে যীশু পিতা বলে ডাকেন, কারণ যীশু নিজে পরম পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি – পুত্র ঈশ্বর। এখানে পিতার গৃহ বলতে জেরুজালেমের পবিত্র মন্দিরকে বুঝানো হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১.৪

### সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বারো বৎসর বয়সে যীশু কেন জেরুজালেমে যান?
ক) নিস্তার-পর্ব পালন করতে
খ) পিতামাতার সঙ্গে বেড়াতে
গ) জেরুজালেম শহরটি দেখার জন্য
ঘ) আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে

২। উৎসব শেষে যীশু কী করেন?
ক) পিতামাতার সঙ্গে ফিরে আসেন
খ) তিনি মন্দিরেই থেকে যান
গ) তিনি যাত্রীদের সঙ্গে চলে আসেন
ঘ) তিনি পথে হারিয়ে যান

৩। যীশুকে না পেয়ে মারীয়া ও যোসেফ কী করেন?
ক) তাঁরা নাজারেথে চলে যান
খ) যীশুর প্রতি খুবই বিরক্ত হন
গ) তাঁরা জেরুজালেমে ফিরে যান
ঘ) তাঁরা প্রার্থনা করতে থাকেন

৪। মা মারীয়ার অভিযোগ শুনে যীশু কী উত্তর দেন?
ক) আমাকে খোঁজা তোমাদের ঠিক হয়নি
খ) আমাকে খোঁজ করার কোন দরকার ছিল না
গ) তোমরা আমাকে ফেলে চলে গেছ কেন?
ঘ) তোমরা জানতে না আমি পিতার গৃহেই থাকব?

### রচনামূলক প্রশ্ন

১। যীশুর জন্ম সম্বন্ধে যে সব ভাববাণী করা হয়েছিল তা উল্লেখ করুন। (অনুচ্ছেদ ১.১.১ থেকে ১.১.৩ দেখুন)
২। যীশু কী ধরনের রাজা হবেন তার বর্ণনা দিন। (অনুচ্ছেদ ১.১.১. দেখুন)
৩। দূত-সংবাদের ঘটনাটি গল্পাকারে লিখুন। (অনুচ্ছেদ ১.২.১ থেকে ১.২.৩ দেখুন)
৪। দূতের কাছে সংবাদ পেয়ে মারীয়া কী উত্তর দিয়েছিলেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন। (অনুচ্ছেদ ১.২.৩. দেখুন)
৫। যীশুর জন্ম কোথায়, কিভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করুন। (অনুচ্ছেদ ১.৩.১ দেখুন)
৬। স্বর্গদূতের কাছে যীশুর জন্মের সংবাদ পেয়ে রাখালেরা কী করলো? (অনুচ্ছেদ ১.৩.২ দেখুন)
৭। শিশু যীশুকে দেখে সিমেয়োন ও আন্না কীভাবে তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন, তা নিজের ভাষায় লিখুন। (অনুচ্ছেদ ১.৩.৩. দেখুন)
৮। বালক যীশু জেরুজালেম মন্দিরে গিয়ে কী করেছিলেন? (অনুচ্ছেদ ১.৪.২ দেখুন)
৯। বালক যীশুর জেরুজালেমে যাবার ঘটনাটি বর্ণনা করুন। (অনুচ্ছেদ ১.৪.১ থেকে ১.৪.৩ দেখুন)

# উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১.১
১। গ, ২। ক, ৩। খ, ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১.৩
১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১.৩
১। গ, ২। খ, ৩। ঘ, ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১.৪
১। ক, ২। খ, ৩। গ, ৪। ঘ